দর্শনায় কর্মমুখী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় তিন মাস ব্যাপী সুইং মেশিন, মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেট্রিক্যাল ইসলেশন মেইন্টেনেন্স প্রশিক্ষণের এর উদ্বোধন হয়েছে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএস এফের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিবার্হী পরিষদের সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক।

এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসীন আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম ফিট্টু, এ্যাভোকেট কাজল মাহমুদ, প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-পরিচালক জহির রায়হান ও একই বিভাগের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, ১ম ব্যাচের রাকিবুল ইসলাম ও চতুর্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী বর্তমান উদ্যোগতা রূপা খাতুন, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিশাদ খান, হেনা খাতুন ও মিরাজ উদ্দিন ও ৩টি ব্যাচে ৭৫ জন বেকার কিশোর-কিশোরী।

এসব প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরী অথবা নিজেই তাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবে বলে বক্তারা বলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন সুইং মেশিন আপারেশনে রাশিদা খাতুন ও হাসনা জাহান, মোবাইলের প্রশিক্ষণ দেবেন আমিনুল কাশেম ও শাহাদত হোসেন সেতু এবং ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে শামীম রেজা।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মনিরুল ইসলাম।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিল ও গাজা সহ ১ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২৪ বোতল ফেনসিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা সহ ১জন মাদক ব্যবসায়িকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায় দর্শনা থানার ওসি জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান কাজল এর নেতৃত্বে গতকাল দুপুর ২ ঘটিকার সময়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এস আই মোঃ সাইফুল ইসলাম,এ এস আই হারুন অর রশিদ, এ এস আই মারুফুল ইসলাম ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন মদনা গ্রামের গেট পাড়া থেকে মোজাম্মেল হাজীর মেহগনি বাগানের মধ্যে হইতে অভিযান চালিয়ে ২৪ বোতল ফেনসিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা সহ আসামি মোঃ হাবিবুর রহমান (২৫) কে আটক করা হয়।

আসামী হাবিবুর পিতা-মোঃ মুকুল আলী, মাতা-মোছাঃ মাজেদা খাতুন এর ছেলে, গ্রেফতার কৃত আসামী মোঃ হাবিবুর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ঝাঝাডাঙ্গা বেলে মাঠপাড়া গ্রামের বাসিন্দা । গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে মেয়র প্রার্থী ফারুকের নির্বাচনী সভা

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে মেয়র প্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে বন্ডবিল গেট পাড়ায় এ নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়ার রহমান ফারুক বলেন,

আমরা বন্ডবিলের মানুষের নিকট ভোট চাইতে এসেছি। যারা দীর্ঘদিন পৌরসভার নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নির্বাচন করে। ইতোপূর্বে যারা মেয়র হয়েছে তারা আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোন উন্নয়ন করেনি। এ বন্ডবিল গ্রামের রাস্তার কোন উন্নয়ন নেই, কোন রোড-লাইট নাই। শুধু বন্ডবিল না পৌর এলাকার কোন স্থানেই কাজ করেনি।

একটি মডেল পৌরসভা ও দুর্নীতি মুক্ত পৌরসভা গঠন করতে সবাই এগিয়ে আসুন।

সভাপতিত্ব করেন, মোঃ আঃ রহমান মন্ডল, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, মোঃ আমজাদ হোসেন।

বন্ডবিল গেটপাড়ার পক্ষে বক্তব্য রাখেন, মুকুল ফরায়জী, রবগুল মন্ডল, রবিউল মোল্লা, জাকের মন্ডল, ইমারত শেখ, নিকবার মন্ডল, মজিদ মন্ডল, সৈকত আহম্মেদ, পৌর ছাত্র লীগ নেতা, আঃ লতিফ প্রধান সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, মাসুদ সালেহীন উৎপল দপ্তর সম্পাদক, শরীফুল ইসলাম শাখা সভাপতি দেখী বাংলার রুপ ও কোষাধ্যক্ষ আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সাগর আহম্মেদ শ্রম বিষয়ক সম্পাদক, নাসিম শেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মিজানুর রহমান রিপন প্রচার সম্পাদক, জহুরুল ইসলাম ঝন্টু সদস্য, লিপু বিশ্বাস, মোল্লা সেলিম, দেবদাস, উজ্জ্বল ও আলমগীর প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় প্রবাসীর ছেলেকে অপরহণ, ৭দিন পর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার যদুপুর গ্রামের একটি আমবাগান থেকে সাকিব হাসান (১৫) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গত ১৯ ডিসেম্বর তাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবী করা হয় বলে পরিবারের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে। নিহত সাকিব হাসান যদুপুর গ্রামের সৌদি প্রবাসী আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর রহমান জানান, গত ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় সাকিব হাসান। পরদিন ২০ ডিসেম্বর দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী নথিভুক্ত করেন তার মা শেফালী বেগম।

জিডির সূত্র ধরে অপহৃত সাকিবকে উদ্ধারে মাঠে নামে পুলিশ। এর মধ্যে পুলিশ একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে আটককৃতের স্বীকারোক্তিতে শনিবার দুপুরে যদুপুর গ্রামের একটি আমাবাগানের ভেতর থেকে সাকিবের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারনা করা হচ্ছে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে অপহরণকারীরা।

নিহতের মা শেফালী বেগম জানান, গত ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কৌশলে সাকিবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় অপহরণ চক্রের সদস্যরা। এরপর দিন তার কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছয় লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করা হয়। তখন সাকিবের মা দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী দায়ের করেন। পরে শনিবার দুপুরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরো জানান, সাকিবের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। মামলার তদন্তের স্বার্থে এখনই বিস্তারিত জানাতে চাননি তিনি।

আলমডাঙ্গার বাড়াদী ইউনিয়নে তরুণ প্রার্থী মাসুম বিল্লাহ

আলমডাঙ্গা উপজেলা বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মাসুম বিল্লাহ। বাড়াদি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ভাতিজা মাসুম বিল্লাহ।

২০১২ সালে এসএসসি পাশ করেন তিনি। এসএসসি পাশের পর তিনি নিজেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সাথে সংযুক্ত হয় এবং তার পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। এর পাশাপাশি দেশের এলাকার গরীব ও মেহনতী মানুষের পাশে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রেখেছেন। তাছাড়া

এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এলাকার যেসব পরিবারের সন্তানরা অর্থাভাবে লেখাপড়া চালাতে পারেন না, তাদের পাশে অবলীলায় দাঁড়ান তিনি।

মাসুম বিল্লাহ এসএসসি পাশের পর থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও নাগরিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সর্বদা জড়িয়ে রাখতেন। গরীব, অসহায়, দুস্থ মানুষের পাশে নিজেকে সবসময় জড়িয়ে রেখেছেন, সবধরনের মানবিক কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। এছাড়া তার আচার-আচরণ অমায়িক, শিষ্টাচারপূর্ণ, ভদ্র ও নম্র।

তিনি নিজের মেধা, যোগ্যতা, সততা, আন্তরিকতা ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়ন বাসীর সকল স্তরের সাধারণ মানুষের ভালোবাসার আস্থা অর্জন করেছেন তিনি। সেই সাথে তিনি বাড়াদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

বর্তমানে তরুণ সমাজ পরিবর্তন চায় রাজনীতিতে, চায় শিক্ষিত ও নীতিবান সৎ যোগ্য ব্যক্তিদের, যাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠিত হবে মানবিক বাংলাদেশ। তারুণ্যের প্রতীক মাসুম বিল্লাহ। সাধারণ মানুষের কাঙ্খিত ব্যক্তিত্বদের একজন তিনি। তবে জনগনের প্রতিনিধি হলে এগিয়ে যাবে সমাজ, কাঙ্খিত উন্নয়ন হবে এলাকার।

মাসুম বিল্লাল আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়ন এর একজন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। তরুণ রাজনীতিবিদ নিজ গ্রাম সহ এলাকাবাসীর বেশ সমর্থন পাচ্ছেন। শিক্ষানুরাগী, ভদ্র, নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে সাধারণ নাগরিকদের পছন্দের নাম মাসুম বিল্লাল।

ক্লিন ইমেজের এই তরুণ স্বপ্ন দেখছেন সাধারণ মানুষের সেবা করার। তিনি সুযোগ পেলে শাসক নয়, জনগণের সেবক হয়ে সবার পাশে দাঁড়াতে চান সাধ্যমতো। তিনি নির্বাচিত হলে সমাজের অসচ্ছল, বিধবা, অসহায়, গরীব, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কাজ করবেন। মাদক নির্মূল এবং শিক্ষা বান্ধব সমাজ উপহার দিবেন। সর্বোপরি মানুষের কাছে নাগরিক সেবা নিশ্চিতের সব চেষ্টা করবেন তিনি।

আসন্ন ইউপি নির্বাচনের বিষয়ে মাসুম বিল্লাহ বলেন, “আমি যদি মহান আল্লাহর রহমতে নির্বাচিত হই, তাহলে আমার দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করব ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে পিছিয়ে পড়া আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং একটি

আধুনিক ডিজিটাল ইউনিয়ন হিসাবে গড়তে সবাইকে নিয়ে কাজ করে যাব।”

পরিশেষে, মাসুম বিল্লাহ সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।

আলমডাঙ্গায় মাস্ক না পরায় ১০ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ১০ জনকে ৪ হাজার ৩ শ’ টাকা জরিমানা করেছে। মাস্ক না পরে স্বাস্থ্য বিধি ভঙ্গ করায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা করেন।

জানা গেছে, করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রাদুর্ভাব রোধে আলমডাঙ্গায় প্রশাসন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। গতকাল রোববার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলীর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা আলিফ উদ্দিন রোডে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

মাস্ক না পরে স্বাস্থ্য বিধি ভঙ্গ করে রাস্তায় চলাচল করায় ও লাইসেন্স বিহীন মোটর সাইকেল চালানোর দায়ে মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ, মাস্ক পরিধান না করে রাস্তায় চলাফেরার অপরাধ এবং লাইসেন্স বিহীন মোটর বাইক চালানোর অপরাধে ১০ জনকে ৪ হাজার ৩ শ’ টাকা জরিমানা করেছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতা করেন একদল পুলিশ ফোর্স।

আলমডাঙ্গায় ফারুকের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আগামী পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের মতবিনিময় ও নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত ৮ টার দিকে বন্ডবিল ৯ নং উত্তরপাড়ায় এ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দাউদ মন্ডলের সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়ার রহমান ফারুক বলেন, আমরা বন্ডবিলের মানুষের নিকট ভোট চাইতে এসেছি। যারা দীর্ঘদিন পৌরসভার নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নির্বাচন করে। ইতোপূর্বে যারা মেয়র হয়েছে তারা আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নের কতটা কাজ করেছে! আজ এ পৌরসভার বন্ডবিল গ্রামে কোন রোড-লাইট নাই।

বিগত ৩০ বছর পূর্বে বন্ডবিলের রাস্তার কাজ করেছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আঃ লতিফ, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, আবু মুছা সাংগঠনিক সম্পাদক, শরীফুল ইসলাম শাখা সভাপতি দেখি বাংলার রুপ ও কোষাধ্যক্ষ আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সাগর আহম্মেদ শ্রম বিষয়ক সম্পাদক, নাসিম শেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মিজানুর রহমান রিপন প্রচার সম্পাদক, জহুরুল ইসলাম ঝন্টু সদস্য, লিপু বিশ্বাস, মোল্লা সেলিম, দেবদাস, উজ্জ্বল, আলমগীর, বাবলু মন্ডল, খায়রুল, জমসেদ, জামাল উদ্দিন, সবুজ, আরজান, মুকুল, আঃ রশিদ মোল্লা, নুর ইসলাম, যুব লীগ নেতা উজ্জ্বল, ইসমাইল হোসেন গেলা প্রমুখ।

দর্শনার কেরুর নিয়োগে

মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাদ দেওয়ায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানির ২০১৯-২০২০ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের চলতি মৌসুমের শুরু হতে কাজে যোগদান ও সকল প্রকার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১১ টায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানির জেনারেল অফিসের সামনে মানববন্ধন করে বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজম্ন।

২০১৯-২০২০ মাড়ায় মৌসুমে নিয়োগকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির উদ্বোধনের দিন ১৮/১২/২০২০ কাজে যোগদান করতে গেলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাইদ বলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোন চাকরী নাই, ফলে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কাজে যোগদান করতে দেওয়া হবে না ততদিন তারা রাজ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার নাসির উদ্দীন, সাবেক থানা কমান্ডার বিল্লাল উদ্দীন সাবেক জেলা ইউনিট কমান্ডার তানজির আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ সবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ খালেক, সাবেক জেলা সাংগাঠনিক কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতা কর্মীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় বড়ভাইকে হত্যার আসামি ছোট ভাই আটক

আলমডাঙ্গার খোরদ গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইকে শাবলের আঘাতে হত্যা মামলার আসামি ছোট ভাই তরিকুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ১৩ ডিসেম্বর রোববার বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে বড় ভাই শাহাবুল ইসলাম বাড়ির পাশে পানবরজে কাজ করতে গেলে ছোট ভাই তরিকুল ইসলাম তাকে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

স্থানিয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। এ ঘটনায় মৃতের বড় ছেলে সোহান হোসেন বাদি হয়ে শুক্রবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

জানা যায়, গত রবিবার সকালে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামের মসজিদ পাড়ায় শরিকানা জমি ভাগাভাগি নিয়ে আব্দুল লতিফের ২ ছেলে শাহাবুল ইসলাম ও তার ছোট ভাই তরিকুল ইসলামের বিরোধের সৃষ্টি হয়। ওই দিন বিকেল ৪ টার দিকে শাহাবুল ইসলাম বাড়ির পাশের পানবরজে কাজ করতে যায়। সে সময় ছোট ভাই তরিকুল ইসলাম গিয়ে তাকে শাবল দিয়ে মাথায় আঘত করে রক্তাক্ত জখম করে। স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

পরে চিকিৎসকরা তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখনে চিকিত্যসাধীন অবস্থায় গত বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে লাশ গ্রামে নিয়ে আসা হয়। রাত সাড়ে ৮ টার দিকে জানাজা শেষে গ্রামের গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এদিকে, মামলা দায়েরের পর ওই রাতেই আলমডাঙ্গা থানার এস আই আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স অভিযুক্ত ছোট ভাই তরিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে। আজ রবিবার তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে উপস্থিত করা হবে।

পরের বউ ভাগালেন কথিত সাংবাদিক শরিফুল

আলমডাঙ্গায় কথিত সাংবাদিক পরিচয়ে হারদি ইউনিয়নের শরিফুল ইসলাম আবারো পরকীয়া প্রেমিকার হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর গ্রামের মুন্তাজ মেম্বারের ছেলে শরিফুল ইসলাম। সে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্থানীয় পত্রিকায় হারদি ইউনিয়ন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

এক বছর পূর্বে আরজুল্লাহর মেয়ে লাবণী খাতুনের সাথে শরিফুলের পোল্ট্রি খামারে রাতে অনৈতিক কাজের সময় স্থানীয়রা হাতে নাতে আটক করে শরিফুলকে। পরে স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। এরপর এলাকার নেতাকর্মীদের মধ্যস্ততায় ২ লক্ষ টাকায় দেনমহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় শরিফুল ও লাবণী।

একই এলাকার ওসমানপুর গ্রামের মহাসিন ওরফে গেঁজার মেয়ে ঝর্ণা খাতুনের গত ৫ মাস পূর্বে কুষ্টিয়া মিরপুর থানার মালিহাদ ইউনিয়নের মালিহাদ গ্রামের হযরত আলীর ছেলে লাল চাঁদের সাথে ১ লক্ষ টাকা দেন মহরে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। আবারো শরিফুল বিবাহের ১ বছর যেতে না যেতেই ঝর্ণা খাতুনের সাথে পরকীয়া প্রেমে হাবুডুবু খায়।

গত কয়েকদিন পূর্বে ঝর্ণা তার বাবার বাড়ি ওসমানপুরে বেড়াতে আসে। তার সাথে শরিফুলের পরকীয়া প্রেমের জের ধরে গতকাল শনিবার সকাল ১১ টার দিকে ঝর্ণাকে ফুসলিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ তুলেছে। শরিফুলের এই কুকর্ম নিয়ে ওসমানপুর গ্রামের চায়ের দোকানে ও পাড়া মহল্লায় সমালোচনার ঝড় ওঠেছে।

এলাকাবাসী দাবি করেন, বর্তমানে শরিফুলের পিতা হারদি ইউনিয়ন পরিষদের ওসমানপুর গ্রাম মেম্বার। জনপ্রতিনিধির ছেলে বিভিন্ন সময় অপকর্মের সাথে লিপ্ত থাকায় এলাকাবাসী মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান।